খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

খাদ্য অধিকার বুলেটিন

| সংখ্যা-১ | বর্ষ-১ | মার্চ ২০১৬ | চৈত্র ১৪২২ |

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর অগ্রযাত্রা

'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন ২০১৫' উদ্বোধন ঘোষণা করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

> "সবার জন্য খাদ্য চাই, খাদ্য অধিকার আইন চাই"

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশে ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন নাগরিক সমাজের সংগঠন ও নেটওয়ার্ক দীর্ঘ সময়কাল ধরে খাদ্য অধিকার ইস্যুতে এডভোকেসি ও ক্যাম্পেইনসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ২০১৫ সালে ঢাকায় 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সভা'য় অংশগ্রহণকারী নাগরিক সমাজ এর সংগঠন ও নেটওয়ার্ক, কৃষক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নারী সংগঠন, যুব সংগঠন, আদিবাসীদের সংগঠন, গবেষক, শিক্ষাবিদ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বঞ্চিত ও প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গের একটি **সম্মিলিত জোট** (Umbrella Network) হিসেবে **'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'** আত্মপ্রকাশ করে। একইসাথে **'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সনদ'** গৃহীত হয় এবং **৪৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি** গঠিত হয়। সেই থেকে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' খাদ্য অধিকার আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহে জাতীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারকদের সাথে মতবিনিময় করে আসছে। পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ও সাংগঠনিক বিষয়ে ক্যাম্পেইনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন ২০১৫ ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন'-এ নাগরিক সমাজের সংগঠন/নেটওয়ার্কসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ২০০০ এর অধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। যেখানে দক্ষিণ এশিয়াসহ অন্যান্য অঞ্চলের ১৫টি দেশের ৬০জন প্রতিনিধি ছিলেন। সম্মেলনের প্রথম দিন ৩০ মে ২০১৫ বিকেলে কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকায় 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন'-এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা**। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল জুড়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরো সমুন্নত করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে সরকার তার অবস্থানে অনড় থাকবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এ অঞ্চলের মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিশ্চয়তার বিষয়টির সাথে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ থাকলেও সকলের আন্তরিক চেষ্টায় তা উত্তরণ সম্ভব। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সম্মেলন সাংগঠনিক পরিষদ ও পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অধিবেশনে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ২০১৪ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী কৈলাশ সত্যার্থী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খাদ্যমন্ত্রী মো. কামরুল ইসলাম এমপি। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সম্মেলন সাংগঠনিক পরিষদের কো-চেয়ার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং খাদ্য অধিকার নেটওয়ার্ক নেপাল'র জাতীয় সমন্বয়কারী সর্বরাজ খাদকা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলন সাংগঠনিক পরিষদের সম্পাদক ও এন্টি পোভার্টি প্লাটফরমের আহ্বায়ক মহসিন আলী। পরবর্তী দু'দিন ৩১ মে ও ১ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন ও অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ভবনে 'দক্ষিণ এশিয়ায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা'; 'দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলব্যাপী কৃষি বিনিয়োগ'; 'ভূমি, বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে মালিকানা বিষয়ক সুশাসন'; 'খাদ্য অধিকার: দক্ষিণ এশিয়ায় আইনি কাঠামো' শীর্ষক ৪টি প্লেনারি এবং 'খাদ্য অধিকার: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' ও 'খাদ্য অধিকার: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ভূমিকা' শীর্ষক ২টি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ১৩টি প্যারালাল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনগুলোতে নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আমির হেসেন আমু এমপি, কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন বিষয়ক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি, প্রয়াত সমাজকল্যাণমন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী এমপি, সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, সংসদ সদস্য শিরিন আখতার, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) এবিএম খায়রুল হক প্রমুখ উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন স্তরের নীতি-নির্ধারক, শিক্ষাবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, পেশাজীবী, বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধিগণ সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন অধিবেশনে অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান করেন। ১ জুন বিকালে অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি। এ অধিবেশনে 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন ২০১৫'-এর 'ঘোষণা'র প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও অক্সফ্যাম-এর পলিসি এডভোকেসি ম্যানেজার জনাব মনীষা বিশ্বাস এবং প্রস্তাবনার আলোকে **'ঢাকা ঘোষণা'** গৃহীত হয়।

'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন' আয়োজনে এন্টি পোভার্টি প্লাটফরম-এপিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, অক্সফ্যাম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইন্টারন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক-আইএফএসএন, জিআইজেড, ব্র্যাক, কেয়ার, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, ড্যানচার্চএইড, প্রাকটিকাল একশন বাংলাদেশ, উদ্দীপন, এশিয়া ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক-এএফএসএন, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ, ক্রিশ্চিয়ান এইড, ওয়াটার এইড, ইনসিডিন বাংলাদেশ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দুস্থঃ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আরডিআরএস, একশনএইড বাংলাদেশ, একলাব, অঙ্গীকার সমাজ বিকাশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, বিএনপিএস, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, গণস্বাক্ষরতা অভিযান, ধরিত্রী ফাউন্ডেশন, ইক্যুইটি বিডি, গভার্নেন্স কোয়ালিশন, হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড, আইইডি, কর্মজীবী নারী, খানি বাংলাদেশ, নারী মৈত্রী, এনআরডিএস, স্টেপস্ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সুপ্র, ইউএসটি, উন্নয়ন ভাবনা-সহ জাতীয়, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রায় ১০০০ নাগরিক সমাজের সংগঠন ও নেটওয়ার্ক সম্মিলিতভাবে ভূমিকা পালন করে। ■

ভেতরের পাতায়

'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' সনদ-এর প্রধান দিকসমূহ ২

কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা ২

খাদ্য অধিকার বিষয়ক দক্ষিণ এশীয় সংলাপে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ এর অংশগ্রহন ২

খাদ্য অধিকার আন্দোলন এবং সংগঠকদের ভূমিকা শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন ২

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস) বিষয়ক মতবিনিময় সভা ২

'খাদ্য অধিকার ও আইনের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে নীতি-নির্ধারকদের সাথে মতবিনিময় সভা ৩

'খাদ্য অধিকার ও নিরাপদ খাদ্য' শীর্ষক 'মতবিনিময় সভা' ৩

খাদ্য অধিকার আইন -এর প্রাসঙ্গিকতা ৩

ফটো গ্যালারী ৩

'বিশ্ব খাদ্য দিবস' উদযাপন উপলক্ষ্যে খাদ্য অধিকার প্রচারাভিযান ৪

‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ সনদ-এর প্রধান দিকসমূহ

দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন ২০১৫-এর ‘ঢাকা ঘোষণা’র আলোকে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর সনদ’ গৃহীত হয়। সনদে উল্লেখ করা হয় যে, ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সকল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নাগরিক সমাজের আন্দোলনসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময়, সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, সংগঠন ও জোটের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আরো শক্তিশালী করা। খাদ্য অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা আন্দোলন বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলসহ নীতি-নির্ধারকদের সম্পৃক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য ‘খাদ্য অধিকার বিষয়ক আইনি কাঠামো’ প্রণয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করতে চাই আমরা। পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তার সাথে নানাবিধ ইস্যু ও অনেক চ্যালেঞ্জ যুক্ত– যা শুধু ধারণাগত নয়, মানুষের জীবনসংগ্রাম ও বাস্তবভিত্তিক। নাগরিক সমাজের সংগঠন এবং সামাজিক আন্দোলনসমূহ যারা অধিকারভোগী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে- কৃষক, গ্রামীণ নারী, খাদ্য ও কৃষি শ্রমিক, জেলে ও গোয়ালা সম্প্রদায়, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নগর শ্রমিক এবং অন্যান্য গোষ্ঠী, যারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মানবাধিকারকে সম্পৃক্ত করে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের দেশে খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে অনেক বাধা রয়েছে। এসব বাধা অতিক্রমের জন্য মানবাধিকারকে ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বিত নীতি ও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন, যা খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপর সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমতাভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেন্ডার সংবেদনশীল সুশাসন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সঙ্গতিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নীতিমালা, আইন ও বিধি-বিধানের সঙ্গে কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থায় কার্যকর বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণ ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত ২০ আগস্ট ২০১৫ জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা ও সনদ ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর সাথে সংযুক্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংগঠন/নেটওয়ার্ক, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি ইতিমধ্যে এই দলিলে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন এবং আগ্রহীদের জন্য একাত্মতা প্রকাশ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এ সনদের আলোকে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ যেসব ইস্যুতে সোচ্চার হবে, সেগুলো হলো:

১. ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর করার অঙ্গীকার পূরণ;
২. সকল মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার, পুষ্টি নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিতকরণ ;
৩. সকল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আইনি কাঠামো প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
৪. অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির রূপান্তর (Transformation) ও খাদ্য অধিকার আইনি কাঠামোর সাথে সম্পৃক্তকরণ;
৫. কৃষি খাতের উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে টেকসই খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া গড়ে তোলা;

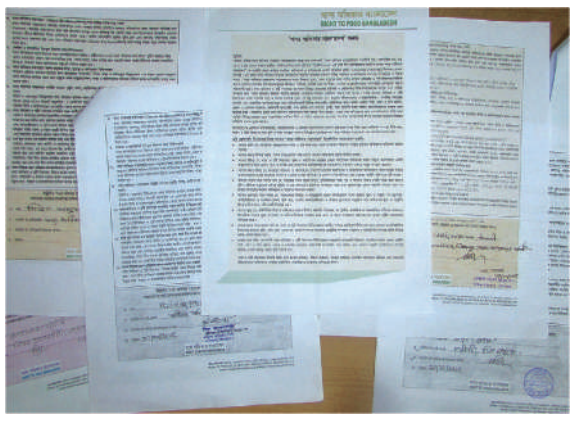

৬. খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে Climate Resilience/জলবায়ু ঘাত-সহিষ্ণু সমাজ গড়ে তোলা;
৭. ভেজাল ও রাসায়নিক বিষমুক্ত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ;
৮. খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে সকল মানুষের শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ;
৯. খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (ভূমি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, পানি, বন ইত্যাদি) নীতি ও আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
১০. খাদ্য অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল জাতীয় নীতিমালা, আইন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ;
১১. সার্ক ফুড ব্যাংক এর ম্যান্ডেট কার্যকর করা এবং সার্ক সীড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া কার্যকর করা;
১২. সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণের সুযোগ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। ■

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন উদ্যোগ

কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা

‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ সনদ-এর আলোকে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিগত ৩১ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বর ২০১৫ সাভারের হোপ সেন্টারে দুদিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় জোট-এর ভিশন, মিশন, গোল এবং প্রধান প্রধান কার্যক্রমসহ ৩ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনার প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা হয়। এ আয়োজনে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ জাতীয় কমিটির ১৮ সংগঠন/নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার শুরুতে জাতীয় কমিটির সম্পাদক ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মহসিন আলী স্বাগত বক্তব্য ও কর্মশালার উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও স্টেপ্স টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রঞ্জন কর্মকার মূল সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। কর্মশালার শেষদিনে ‘খাদ্য অধিকার নেটওয়ার্ক নেপাল’-এর আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ড্যানচার্চএইড-এর আঞ্চলিক প্রোগ্রাম অফিসার জনাব সুরেন্দ্র বাহাদুর থাপা নেপালের খাদ্য অধিকার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। উল্লেখ্য যে, এ কর্মশালার পূর্বে গত ১১ আগস্ট ২০১৫, ঢাকাস্থ ছায়ানট ভবনে প্রথম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ■

কর্মশালায় মূল সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন রঞ্জন কর্মকার

খাদ্য অধিকার বিষয়ক দক্ষিণ এশীয় সংলাপে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ এর অংশগ্রহন

খাদ্য অধিকার বিষয়ে বিগত ২৩-২৫ নভেম্বর ২০১৫ ঢাকায় ‘দক্ষিণ এশীয় সংলাপ’-এর আয়োজন করে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এফএও এবং অক্সফাম বাংলাদেশ। নেপাল, ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ৪০জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর ৯ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় খাদ্য নিরাপত্তা/অধিকার বিষয়ে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সকল দেশে খাদ্য অধিকার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আইনী কাঠামো প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট কাজে স্ব স্ব দেশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ায় নাগরিক সমাজের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংলাপ শেষে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকদের পক্ষে অক্সফ্যাম বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, জনাব এমবি আখতার, এফএও প্রতিনিধি সেরেনা পেপিনো এবং ৪ অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। এই সংলাপের প্রস্তুতিসহ সামগ্রিক কাজের সমন্বয় করেন অক্সফ্যাম এর আনা রোচ্না। ■

দক্ষিন এশীয় সংলাপে অনুষ্ঠিত একটি সভায় উপস্থিত আলোচকগণ

খাদ্য অধিকার আন্দোলন এবং সংগঠকদের ভূমিকা শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন

খাদ্য অধিকার ইস্যু, এ বিষয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও খাদ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ এবং দেশব্যাপি আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে সংগঠকদের বহুমুখী ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ ঢাকার, এনজিও ফোরামে অনুষ্ঠিত হয় ‘খাদ্য অধিকার আন্দোলন এবং সংগঠকদের ভূমিকা’ শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন। দেশের ৩১ জেলা থেকে আগত সংগঠকসহ ওরিয়েন্টেশনে উপস্থিত ছিলেন মোট ৪২জন অংশগ্রহণকারী। ওরিয়েন্টেশন-এ জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও ইনসিডিন বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রতন সরকারসহ আরও ২জন সদস্য সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দেশে খাদ্য অধিকার আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয়। ■

খাদ্য অধিকার ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিয়ে উপস্থাপনা করছেন রতন সরকার

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস) বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০১৬, জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ আয়োজিত ‘সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস): খাদ্য অধিকার প্রেক্ষিত’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ ও পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর সম্পাদক। সভায় উপস্থিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ ও বক্তারা বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন প্রণীত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র গৃহীত হলেও এর সময়কাল অতি দীর্ঘ, যা হতদরিদ্র ও অসহায় মানুষদের উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সময়কাল কমিয়ে আনা এবং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। ■

মতবিনিময় সভায় আলোচকবৃন্দ

‘খাদ্য অধিকার ও আইনের প্রাসঙ্গিকতা‘ বিষয়ে নীতি-নির্ধারকদের সাথে মতবিনিময় সভা

দেশের নীতি-নির্ধারকদের সাথে খাদ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনার অংশ হিসেবে বিগত ১ মার্চ ২০১৬, মঙ্গলবার, সকাল ১১:০০টায় ‘সংসদ সদস্য ক্লাব’ জাতীয় সংসদ, ঢাকায়, ‘খাদ্য অধিকার ও আইনের প্রাসঙ্গিকতা’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা’ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মো. আব্দুল ওয়াদুদ এমপি। খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর এক প্রতিনিধি দলের সাথে এ সভায় অংশগ্রহণ করেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা, জনাব নাজমুল হক প্রধান, জনাব মোস্তফা লুৎফুল্লাহ এবং জনাব রিফাত আমিন। জোট-এর পক্ষ থেকে আলোচনা পত্র উপস্থাপনের পর সকল মাননীয় সংসদ সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে সভাপতি ‘খাদ্য অধিকার আইন’ নিয়ে অধিক সংখ্যক সংসদ সদস্যদের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, এ বিষয়ে তার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ■

সভায় উপস্থিত মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ

‘খাদ্য অধিকার ও নিরাপদ খাদ্য’ শীর্ষক ‘মতবিনিময় সভা’

‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ বিগত ৩০ মার্চ ২০১৬, বুধবার, জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ‘খাদ্য অধিকার ও নিরাপদ খাদ্য’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে । সভায় খাদ্য অধিকারের প্রেক্ষাপট ও নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করে নাগরিক সমাজের পক্ষে যে সুপারিশমালা তুলে ধরা হয় সেগুলো হলো- • নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যত দ্রুত সম্ভব দেশব্যাপী ‘নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ’-এর জনবলসহ সকল কার্যক্রম বিস্তৃত করা; • ‘নিরাপদ খাদ্য আইন’ ও জনগণের করণীয় সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিলম্বে সরকারি, বেসরকারি ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের উদ্যোগ গ্রহণ করা; • ‘নিরাপদ খাদ্য আইন’-এর বিধান অনুযায়ী ‘কেন্দ্রীয় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি’ এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ‘নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি’ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; • নিরাপদ খাদ্যের ক্ষেত্রে অপরাধ বিচারের জন্য যত দ্রুত সম্ভব ‘বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত’ কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা; • খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অবিলম্বে আইনি কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। ■

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত আলোচকবৃন্দ

খাদ্য অধিকার আইন-এর প্রাসঙ্গিকতা

‘দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন’ এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল ‘নীতি-নির্ধারক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে খাদ্য অধিকার ইস্যু ও প্রাসঙ্গিক নীতি পুনর্গঠনে আইনি কাঠামোকে ত্বরান্বিত করা।’ এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ খাদ্য অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা আন্দোলন বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল এর সাথে নীতি-নির্ধারকদের সম্পৃক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য ‘খাদ্য অধিকার বিষয়ক আইনি কাঠামো’ প্রণয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরে জাতি হিসেবে আমাদের অনেক অর্জন এবং ইতিবাচক বহুদিক বিদ্যমান। দেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ অনুযায়ী ২০১৫ সালের আগেই, দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশের বেশি কমানো বাংলাদেশের অন্যতম বড় সাফল্য হিসাবে সারা বিশ্বে সমাদৃত। তা সত্ত্বেও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে এখনো ৩ কোটি ৮৫ লাখ মানুষ দরিদ্র অর্থাৎ জনসংখ্যার ২৪.৫ শতাংশ দরিদ্র। দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্যের হার কমলেও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। যার মধ্যে ১ কোটি ৫৭ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র, যারা দুই বেলা প্রয়োজনীয় খাবার পায় না। পরিসংখ্যানই স্পষ্ট, সমগ্র জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ দরিদ্র থেকে ক্রমাগত দরিদ্রতার ঝুঁকির মধ্যে থেকে স্থায়ীভাবে নীচের ধাপে অবস্থান করছে। ‘খাদ্য নিরাপত্তা’র বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় সংবিধান-এর ১৫ অনুচ্ছেদে “.....(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;....” কে রাষ্ট্রের ‘মৌলিক দায়িত্ব’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সাল থেকে ‘সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি’র অধীনে- দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপুষ্টি প্রতিরোধ, খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, দুর্যোগকালে ও কর্মহীন সময়ে খাদ্য সহায়তা, উপকারভোগীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাময়িকভাবে সাহায্য করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ২৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মাধ্যমে ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা, টেস্ট রিলিফ, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান, ওএমএস, ফেয়ার প্রাইস কার্ডের মাধ্যমে চাল ও গম বিতরণসহ ১৪৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০৬ সালে প্রণীত ‘জাতীয় খাদ্যনীতি’তে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের লভ্যতা, ‘ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার –এ তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের এ সকল পদক্ষেপের ফলে দেশের ‘সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি’ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অগ্রসর। তবে নানা অভিজ্ঞতায় পরিলক্ষিত হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারছে না।

অধিকার হলো কিছু স্বীকৃত বা বৈধ ক্ষমতা, যা মানুষ তার বিশেষ অবস্থানের কারণে ভোগ করে থাকে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টিকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বীকার করলেও ‘অধিকার’ হিসেবে গণ্য না করায় খাদ্য নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হয়ে থাকে সাধারণত সেবামূলক। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮) অনুযায়ী ‘খাদ্য অধিকার মানবাধিকার’। তাই সকলের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা এবং পর্যাপ্ততার স্বীকৃতি প্রদান করে আইনী ব্যবস্থা গৃহীত হলে, তা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে। উন্নত দেশসমূহসহ বহু উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য অধিকার কার্যকরী করার লক্ষ্যে ‘খাদ্য অধিকার আইন ও নীতি’ গৃহীত হয়েছে এবং সে অনুয়ায়ী দরিদ্র মানুষসহ সকল মানুষের খাদ্য অধিকার ত্বরান্বিত হচ্ছে। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ‘খাদ্য অধিকার হচ্ছে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ সমাজের সকলের কাছে, সকল সময়ে শারীরিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা, যা নিরবিচ্ছিন্ন মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে।’ অর্থাৎ খাদ্য অধিকার-এর মূল তিনটি উপাদান হচ্ছে যথাক্রমে: প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা ও পর্যাপ্ততা।

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের সংবিধান, জাতীয় খাদ্য নীতি এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি এবং তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অঙ্গীকার করেছে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

- সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার আলোকে ১৯৬৬ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে খাদ্য অধিকারকে বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অন্য যে কোনো মানবাধিকারের মতোই খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নেও রাষ্ট্রের তিন ধরনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে যথা– সম্মান প্রদর্শন করা, রক্ষা করা ও পূর্ণ করা।
- সরকারের রূপকল্প (ভিশন ২০২১) অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালরির উর্ধ্বে খাদ্য নিশ্চিত করা হবে।
- ২০১৫ সালে গৃহীত ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ‘খাদ্য নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক অধ্যায়ে ৩টি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। যথাক্রমে: ১. নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা; ২. খাদ্যে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ৩. সকলের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা।
- ২০১৫ সালে জাতিসংঘের ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০-এসডিজি’-এর ১নং মূল লক্ষ্য-২০৩০ সালের মধ্যে ‘সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান’ এবং ২নং লক্ষ্যে আগামী ১৫ বছরে ‘ক্ষুধামুক্তি’র অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। এসডিজি সম্মেলনের সমাপণী অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেওয়া বক্তব্যে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্ষুধা, দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে সবার জন্য, বিশেষত দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে রাষ্ট্রকেই। সংবিধান, এসডিজি ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে ‘খাদ্য অধিকার আইন’ প্রণয়ণ এখন সময়ের দাবী। সাংবিধানিক নির্দেশনা, রাষ্ট্রের বিবিধ অঙ্গীকার এবং বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১-এ ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা হিসেবে কাজ করতে পারে ‘খাদ্য অধিকার আইন’। ■

ফটো গ্যালারী

সচিবালয়ে ‘দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন ২০১৫’ এর প্রস্তুতি সভা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ পেজ

খবরে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ

২০ আগস্ট ২০১৫ জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা ও সনদ ঘোষণা করা হয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৩০ সালে 'লীগ অব নেশনস্' (জাতিসংঘের প্রথম নাম) এ বৈশ্বিক পর্যায়ে 'খাদ্য নিরাপত্তা'র বিষয়টি প্রথম আলোচনার প্রেক্ষিতে 'পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য' শীর্ষক একটি জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপ বিশ্লেষণে বিশ্বে ক্ষুধা ও অপুষ্টির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয় দরিদ্র দেশগুলোতে বিরাজমান চরম খাদ্য সংকট। তখন থেকেই 'খাদ্য নিরাপত্তা'র বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাষ্ট্র স্ব স্ব দেশের প্রেক্ষাপটে 'খাদ্য নিরাপত্তা' পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং যার যার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। বৃটিশ আমল থেকে আমাদের ভূখন্ডেও 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্য' ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই তখন থেকে 'সবার জন্য খাদ্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ের সাথে সাথে খাদ্য বিষয়ে নতুনভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ গৃহীত হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী 'খাদ্য অধিকার মানবাধিকার'। আমাদের দেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার পূর্বে ৬০-এর দশক থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী অনেক বছর পর্যন্ত জনপ্রিয় রাজনৈতিক স্লোগান ছিল- 'কেউ খাবে তো, কেউ খাবে না-তা হবে না, তা হবে না'। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর রাজনৈতিক দলসমূহ এবং নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ দেশের সকল মানুষের জন্য 'দুবেলা ডাল-ভাত' খাওয়ার দাবি তুলতেন। স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশ সংবিধান-এর ১৫ অনুচ্ছেদে খাদ্যকে রাষ্ট্রের 'মৌলিক দায়িত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপুষ্টি প্রতিরোধ, দুর্যোগকালে ও কর্মহীন সময়ে খাদ্য সহায়তা ইত্যাদি উদ্দেশ্য কার্যকর করার লক্ষ্যে 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি' বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এছাড়াও একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে প্রণীত হয় 'জাতীয় খাদ্যনীতি'। কিন্তু আমরা জানি, রাষ্ট্রের এসকল পদক্ষেপ দরিদ্র মানুষসহ সকল জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না। এ প্রেক্ষাপটে 'খাদ্য অধিকার' প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি দেশব্যাপি নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে 'খাদ্য অধিকার' প্রতিষ্ঠায় সংগঠিত ও সোচ্চার হতে হবে। ■

'বিশ্ব খাদ্য দিবস' উদযাপন উপলক্ষ্যে খাদ্য অধিকার প্রচারাভিযান

'বিশ্ব খাদ্য দিবস' উদযাপনকে কেন্দ্র করে বিগত ১৪-২০ অক্টোবর, ২০১৫ দেশব্যাপী 'খাদ্য অধিকার প্রচারাভিযান' কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। প্রচারাভিযানের মূল স্লোগান ছিল: 'সবার জন্য খাদ্য চাই, খাদ্য অধিকার আইন চাই'। প্রচারাভিযান সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ১৫ অক্টোবর ২০১৫, ঢাকার ছায়ানট ভবনে এবং একইসাথে বিভিন্ন জেলায় 'সাধারণ সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সনদ' এর উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী তিন দিন সনদে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে একাত্মতা প্রকাশ করা হয় এবং'খাদ্য অধিকার প্রচারাভিযান' এর লিফলেট বিতরণ করা হয়। ১৯ অক্টোবর ২০১৫, কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় এবং একইসাথে ৪৭ জেলায় 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: খাদ্য অধিকার প্রেক্ষিত' শীর্ষক 'মতবিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে ১৯ অক্টোবর ২০১৫ ঢাকায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কর্মসূচি এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা ও কার্যক্রমের কিছু ছবি প্রকাশিত হলো:

এক নজরে প্রচারাভিযান

ঢাকা

ঠাকুরগাঁও

বগুড়া

কুষ্টিয়া

মেহেরপুর

চুয়াডাঙ্গা

ঝিনাইদাহ

সাতক্ষীরা

ঝালকাঠি

পিরোজপুর

পটুয়াখালী

ফরিদপুর

মাদারীপুর

টাঙ্গাইল

কুমিল্লা

এছাড়াও **রংপুর, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রাজশাহী, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, খুলনা, বাগেরহাট, মাগুরা, যশোর, বরিশাল, বরগুনা, শেরপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান** জেলায় প্রচারাভিযান বাস্তবায়িত হয়েছে। ব্যবহারযোগ্য ছবি না পাওয়ায় সব জেলার ছবি ছাপানো সম্ভব হলো না। ■

গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সহযোগিতায়: খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্বেচ্ছাসেবক কানিজ ফাতেমা, নাজমা সুলতানা লিলি ও নূরে জান্নাত প্রমা।
খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, যোগাযোগ: ৩/১১, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, ফোন: +৮৮ ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০, ই-মেইল: info@rtf-bangladesh.org
ফেসবুক পেজ: https://www.facebook.com/RighttoFoodBangladesh, মুদ্রণ: অর্ক